দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 22 FEB 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

৪৮

দুর্নীতিমুক্ত করার উদ্যোগ

৬ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সহসাই শুদ্ধি অভিযান

ইনকিলাব রিপোর্ট : দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার জিহাদের অংশ হিসেবে বর্তমান সরকার নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাংক, প্রশাসনসহ রাজনীতিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে তৎপরতা চলছে তার সাথে যুক্ত হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনকে দুর্নীতিমুক্ত করার ৫-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

৬ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সহসাই শুদ্ধি অভিযান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অভিযান। আর এ খাতে শুদ্ধি অভিযানের শুরু হচ্ছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দিয়ে। ইতোমধ্যেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দুর্নীতিমুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উদ্যোগের অংশ হিসেবে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চিহ্নিত করে পৃথক পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিগত জোট সরকারের মেয়াদে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ ভাগিয়ে যেসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শীর্ষ ব্যক্তিরা ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বেচ্ছাচারিতা, নিয়োগ বাণিজ্য, পদোন্নতি বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় তহবিলের যথেচ্ছ অপচয়, অনুমোদনহীন বাড়ী ভাড়া, গাড়ী ব্যবহারসহ নানা পর্যায়ে অনিয়ম-দুর্নীতি করেছেন তাদের সামগ্রিক তৈরী করেছে ইউজিসি। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ইউজিসি প্রথম দফায় সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত ৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। সেই সাথে দুর্নীতির মাধ্যমে যারা যেসব সুযোগ-সুবিধা অর্জন করেছেন তাও কেড়ে নেয়া হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এ তালিকায় রয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে কম-বেশী অভিযোগ থাকলেও এই ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদের বিরুদ্ধে পুঞ্জাকারে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসিতে। আর এ ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার শীর্ষে রয়েছেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এম এরশাদুল বারী। অভিযোগে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক বিবেচনায় নিযুক্ত এরশাদুল বারী হাওয়া ভবনের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্মুক্ত দুর্নীতি করেছেন। কোন নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা করেননি তিনি। দুর্নীতির মাধ্যমে তার মেয়াদে প্রায় ৮শ' জনবল নিয়োগ দিয়েছেন। তবে নিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে আত্মীয়করণ ও জামাতাতীকরণ। তার স্বেচ্ছাচারিতা ও একনায়কতন্ত্রের কারণে অসংখ্য শিক্ষক-কর্মকর্তা লাঞ্ছিত-নির্যাতিত হয়েছেন। প্রতিবাদ করতে গিয়ে চাকরিচ্যুত ও শাস্তিমূলক বদলী করা হয়েছে অনেককে। জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে নানা প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে তার বিরুদ্ধে রয়েছে অর্ধশত কোটি টাকা লোপাটের অভিযোগ।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের লাখ লাখ টাকার গাছ বিক্রি করে দিয়েছেন মাত্র ৪৮ হাজার টাকায়। দুর্নীতি দমন কমিশনে এসব অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন সময় তদন্ত করলেও সাবেক জোট সরকারের বিশেষ মহলের ইশারায় কোন তদন্ত প্রতিবেদনই প্রকাশ যেমন করা হয়নি তেমনি নেয়া হয়নি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। বরং প্রথম দফার মেয়াদ শেষে দুর্নীতির পুরস্কার হিসেবে এরশাদুল বারীর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

গাজীপুরে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতিতেও পাশাপাশি অবস্থান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিএনপির রাজনীতিতে শক্তিশালী অবস্থান আর তদবিরের নানা কৌশলী প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের মেয়াদের শেষ প্রান্তে এসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমূলে দুর্নীতি উৎপাটন করার বুলি আউড়িয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের আসনে অধিষ্ঠিত হলেও পরবর্তী সময়ে করেছেন তার উল্টোটা। দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে নিজ ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে তাদের সাথে হাত মিলিয়েছেন। বিগত সরকারের মন্ত্রি-এমপিদের তদবিরে নিয়মনীতি তিনিয়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্তদের পদোন্নতি দিয়েছেন। অস্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্তদের চাকরি স্থায়ী করেছেন। সিন্ডিকেটের তীব্র আপত্তি উপেক্ষা করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বিতর্কিত ব্যক্তিদের কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগের জন্য নানামুখী তৎপরতারও অভিযোগ রয়েছে ভিসি ওয়াকিল আহমদের বিরুদ্ধে।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের বিরুদ্ধেও রয়েছে ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বেচ্ছাচারিতা ও নিয়মনীতি বহির্ভূত নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ। তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠিনতর অভিযোগ হচ্ছে অননুমোদিত বিভাগ দেখিয়ে সেসব বিভাগে শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগ। রীতিমত তাক লাগানো কাণ্ড। এ ভিসির সাবেক কর্মস্থলেও করে আসা অনিয়ম দুর্নীতিও এখন আমলে আনছে বর্তমান সরকার। প্রায় একই রকম অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য প্রমাণ সম্বলিত অসংখ্য অভিযোগ জমা পড়েছে মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের বিরুদ্ধে। এছাড়া রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এ এফ এম আনোয়ারুল হকের বিরুদ্ধে রয়েছে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতা অপব্যবহারের বিস্তর ফিরিস্তি। মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি ২৮ দফা অভিযোগ আমলে এনে আনোয়ারুল হকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে অর্থ ছাড়করণ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশে উন্মুক্ত ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের দুর্নীতি তদন্তে পৃথক দু'টি তদন্ত কমিটি গঠন করে দিয়েছে ইউজিসি। কমিটি দুটি তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে বলে জানা গেছে। ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর এম আসাদুজ্জামান সরেজমিন নিজেই তদন্ত করেছেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগ। ইউজিসির সদস্য প্রফেসর ড. নাহরুব উন্নাহর নেতৃত্বে ৪ সদস্যের তদন্ত কমিটি তদন্ত করছে মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতি। একইভাবে ইউজিসি শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির দুর্নীতি তদন্ত কাজ শুরু করেছে। এসব তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে শিগগিরই অভিযুক্ত ভিসিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানিয়েছেন ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট পদস্থ কর্মকর্তারা।